প্রথম আলো

তারিখ ... 29 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৩...

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের নেতা কারাগারে, পরীক্ষায় বাধা অনুসারীদের!

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগের এক নেতার অনুসারীদের বিরুদ্ধে। ওই নেতা অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে থাকায় পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছেন না। কাল রোববারও পরীক্ষা হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

ছাত্রলীগের ওই নেতার নাম ইলিয়াছ হোসেন ওরফে সবুজ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আবাসিক হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি। পরীক্ষা দিতে না পারা পাঁচজন শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, গত বুধবার তাঁদের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। এর আগেই ইলিয়াছের অনুসারী ছাত্রলীগের কর্মী মাসুদুর রহমান, জাহিদ হোসেন ও শেখ আলী আজহার শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ না নেওয়ার জন্য নানাভাবে চাপ দেন। তাই ওই ব্যাচের ৪০ শিক্ষার্থীর কেউ পরীক্ষা দিতে যাননি।

লোকপ্রশাসন বিভাগের সভাপতি মাসুদা কামাল বলেন, ইলিয়াছ মাস্টার্সের কোনো ক্লাসেই উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর উপস্থিতির হার শূন্য। বিভাগের পাঁচটি কোর্সের কোনোটিতেই টার্ম টেস্ট ও অ্যাসাইনমেন্টে অংশ নেননি তিনি। এ অবস্থায় তাঁর অনুসারীরা শিক্ষার্থীদের

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

ছাত্রলীগের নেতা কারাগারে

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষা কক্ষে আসতে দেয়নি। পরে ওই দিনের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনা হবে।

মাসুদা কামাল বলেন, 'কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। রোববারের পরীক্ষার জন্য আমরা প্রস্তুত।'

ইলিয়াছ মুক্তি পরিষদের আহ্বায়ক ও ছাত্রলীগ কর্মী মাসুদুর রহমান দাবি করেন, বিভাগের সাধারণ শিক্ষার্থীরাই ইলিয়াছের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পরীক্ষায় অংশ নেননি। তিনি বলেন, 'নানা কারণে ড্রপ দিয়ে ইলিয়াছ ভাই বিভাগে পিছিয়ে পড়েন। এবার তাঁর পরীক্ষা দেওয়ার শেষ সুযোগ। তাঁকে অস্ত্র দিয়ে অসত্য মামলা করে কারাগারে পাঠানো হয়। এখন পরীক্ষা হলে তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়ে যাবে। তাই বিভাগের সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল।'

ইলিয়াছের কয়েকজন অনুসারী পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার কথা স্বীকার করেন। তাঁকে কারাগারে রেখে কোনোভাবেই পরীক্ষা নিতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেন তাঁরা।

উপাচার্য মো. আলী আশরাফ বলেন, 'কোনোভাবেই একজনের জন্য পরীক্ষা বন্ধ রাখা যাবে না।' বিষয়টি দেখার জন্য কয়েকজন শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়েছি।'